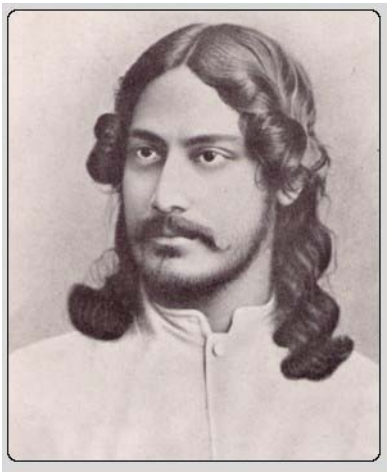

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯২ সালের ২রা ডিসেম্বর ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে বাংলাদেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন এভাবে:

'আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সবচেয়ে চোখে পড়ে-আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এরমধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়-মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে তাদের অল্প অল্প কলবর শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়-কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী; কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যেপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়।'

'বাংলাদেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে বলতে পারি নে-কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা-আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি স্নেহভারবিনত মৌন মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটা উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়-সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা-অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তা হলে কী-একটা গভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের চক্ষে এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাসী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম। কম্পন ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন করে অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!'

বাংলাদেশের শিলাইদহে আর শাহজাদপুরের খোলা আকাশের নীচে নির্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয়, তার চেয়ে অন্য কিছুকেই কবিগুরু বেশী করে ভালোবাসেননি। বাংলাদেশে মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধ আর ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক, মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি কবিগুরুকে আচ্ছন্ন করেছে সারাক্ষন - ভালোবেসেছেন বাংলাদেশের এই প্রকৃতিকে। বড় আবেগে আপ্লুত হয়ে নানা লেখায়, গদ্যপদ্যে বাংলাদেশের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা করেছেন।

বাংলাদেশের শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে রচিত কবিগুরুর গান ও কবিতা নিয়ে
প্রতীতির নৈবেদ্য 'আসা যাওয়ার পথের ধারে'।

আগামী ৩০শে জুন, ২০০৬
শুক্রবার সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট
Quakers Hill Community Centre, Lalor Road, Quakers Hill
আপানদের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।
মিলনায়তনে প্রবেশের জন্য কোন আমন্ত্রণপত্র লাগবে না।
যোগাযোগ: সিরাজুস সালেকিন ফোন: ০৪২১ ০৪০ ৫৪০

প্রতীতি